দামুড়হুদায় সেলাই মেশিন, স্যানিটারি প্যাড, টিফিন বক্স, ডাস্টবিন ও মাস্ক বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে সেলাই মেশিন, স্যানিটারি প্যাড, টিফিন বক্স, ডাস্টবিন ও মাস্ক বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (৯ ফেব্রুয়ারি) হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নিজাম উদ্দীনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব দিলারা রহমান। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আবু সাঈদ খোকনসহ আরো অনেকে।

উক্ত অনুষ্ঠানে গরীব অসহায় মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন তুলে দেন উপস্থিত অতিথি বৃন্দ। এ সময় স্যানিটারি প্যাড, টিফিন বক্স, ডাস্টবিন ও মাস্ক বিতরণ করা হয়।

কালীগঞ্জে অবৈধ ইট ভাটা গুড়িয়ে দিল প্রশাসন

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারবাজার এলাকায় অননুমোদিত ইট ভাটায় পুড়ছে কাঠ এ নিয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হওয়ার পর অভিযান চালিয়ে প্রস্তুতকৃত কাঁচা ইটে পানি মেরে ও টিনের চিমনি ভেঙে দিয়েছেন প্রশাসন। পাশাপাশি ভাটার মালিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গত সোমবার (৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার বারবাজার পিরোজপুর

গ্রামে জে কে বি ইট ভাটায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জিন্নাতুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, অভিযান চলাকালে জে কে বি ইটভাটা মালিক জয়নাল আবেদীন পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র এবং ইট পোড়ানোর জন্য জেলা প্রশাসনের লাইসেন্স দেখাতে ব্যর্থ হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দিয়ে ভাটা প্রস্তুতকৃত কাঁচা ইট পানি ঢেলে নষ্ট করে এবং পাশাপাশি ভাটার দুটি টিনের চিমনি ভেঙে দেওযা হয়।

ইট ভাটা প্রস্তুত আইনের সকল নিয়ম কানুন মেনে ভাটা পরিচালনার নির্দেশনা দেয় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। এর ব্যত্যয় ঘটলে অবৈধ ভাটা ধ্বংস করার নির্দেশনাও দেন। কালীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শেখ মামুনুর রশিদ জানান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সূবর্ণা রানী সাহার নির্দেশনায় ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট দিয়ে ভাটা প্রস্তুতকৃত কাঁচা ইট পানি ঢেলে নষ্ট করে এবং পাশাপাশি ভাটার দুটি টিনের চিমনি ভেঙে দেওযা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জিন্নাতুল ইসলাম জানান, প্রয়োজনীয় অনুমোদন ছাড়াই ইটভাটাতে টিনের চিমনি ও কাঠ দিয়ে ইট পোড়ানো হচ্ছিলো। এ জন্য অভিযান পরিচালনা করেছি। অভিযান এখনো চলমান আছে। অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।

এ দিকে, জেলা প্রশাসনের কঠোর হুঁশিয়ারি থাকা সত্ত্বেও সরকারি আইন অমান্য করে উপজেলায় প্রভাবশালীদের ছত্রছায়ায় যত্রতত্র ইট ভাটা গড়ে উঠছে। কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি এবং ফসলি জমিতেও গড়ে উঠেছে ইট ভাটা।

উল্লেখ্য, কালীগঞ্জে অধিকাংশ ইট ভাটা বাজারের পাশে লোকালয়ে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি, ফসলি জমি ও বসতি এলাকায় গড়ে উঠেছে। এতে করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এসব এলাকার উদ্ভিদ। বাড়ছে মানুষের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা। বেশ কয়েকটি ট্রাক্টর দিয়ে কৃষি জমির টপ সয়েল (জমির উপরিভাগের মাটি) এনে ইট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

মেহেরপুরে ভুট্টা-মটরশুটি চাষে নতুন প্রযুক্তির মাঠ দিবস

মেহেরপুরে ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে মটরশুটি আবাদে সাফল্য অর্জন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সিটিউটের (বারি) গবেষকরা। জেলার চেংগাড়া গ্রামের মাঠে কৃষক আব্দুল খালেকের জমিতে আবাদের এ সফলতা তুলে ধরা হয়েছে এলাকার বিভিন্ন কৃষকদের মাঝে। একই খরচে দুটি ফসল আবাদ করতে পেরে চাষিদের লাভ এখন দ্বিগুণ।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে চেংগাড়া মাঠে আয়োজিত মাঠ দিবসে এ প্রযুক্তির বিস্তারিত বর্ণনা দেন বারির গবেষকরা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বারি প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. দেলোয়ার আহম্মেদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বারি পাবনা গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক ড. দেবাশিস সরকার।

উপস্থিত ছিলেন ভুট্টার সাথে মটরশুটি প্রযুক্তির উদ্বাবক ড. শাহীনুজ্জামান, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ, গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কেএম শাহাবুদ্দিন আহম্দেসহ বারি গবেষকবৃন্দ।

ঝিনাইদহে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে বৃদ্ধ গ্রেফতার

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় উপজেলার রয়েড়া গ্রামের ৫ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে তরিকুল জোয়ার্দ্দার (৫০) নামের এক বৃদ্ধকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

শৈলকুপা থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলম জানান, অভিযুক্ত তরিকুল জোয়ার্দ্দারের সাথে নির্যাতিতা শিশুটির বাবার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।

রবিবার বিকেলে তরিকুল ওই বাড়িতে যায়। সেখানে কাউকে না পেয়ে ঘরের মধ্যে শিশুটিকে ধর্ষণ করে। শিশুটির চিৎকারে তার মা এগিয়ে এলে তরিকুল পালিয়ে যায়। পরে তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় সোমবার রাতে শৈলকুপা থানায় শিশুটির চাচা বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করে। মামলা দায়েরের পর অভিযান চালিয়ে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে।

চুয়াডাঙ্গায় নির্মাণাধীন বাড়ির রাস্তা দখলের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা শহরের নির্মাণাধীন বাড়ির রাস্তা দখল করে বন্ধ করার অভিযোগ তুলে একযোগে ১৫টি পরিবার সংবাদ সম্মেলন করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

অভিযোগকারীরা লিখিত বক্তব্যে বলেন, অভিযুক্ত দখলকারী ফরিদপুরের মধুখালী থানার ওসি আমিনুল ইসলাম ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। তিনি অন্যায়ভাবে রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছেন।

বিষয়টি নিয়ে পর্যায়ক্রমে পৌর পরিষদ, পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ দেয়া হয়। কিন্তু কিছুতেই প্রতিকার মিলছে না। অভিযুক্ত ওসির পরিবার নানাভাবে হয়রানি করছে।

অভিযোগকারীদের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য জিয়াউল কবির।

সংবাদ সম্মেলনে ভুক্তভোগি ১৫ পরিবারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন,

রেনু খাতুন, নাজনীন নাহার, আখতার হোসেন, জিল্লুর রহমান, আব্দুল মতিন, রিমা, মো. কামরুজ্জামান, শামীমা নাসরিন, মর্জিনা খাতুন, আকবর আলী, আসমা খাতুন, মহিদুল ইসলাম, আকরামুল হক, শায়লা শারমিন ও আব্দুস সবুর।

আগামীকাল শুরু হচ্ছে শ্রী শ্রী রটন্তী কালী পূজা

শীতের আগমণে প্রকৃতি শান্ত সাজে সজ্জিত। এমনই এক স্নিগ্ধি পরিবেশে আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী ১৪ ফেব্রয়ারি ৫ দিন ব্যাপী দ্বিতীয়বারের মত আমঝুপি শ্মশানঘাট মন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে শ্রী শ্রী রটন্তী কালী পূজা।

এ উপলক্ষে ১ম দিন ১০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় আমঝুপি শ্রী শ্রী রাধা মধাব মন্দির হতে শ্মশানঘাট পর্যন্ত শোভাযাত্রা, প্রতিমা স্থাপন, পূজা, প্রসাদ বিতরণের ও নানান আয়োজনে আগামী ১৪ ফেব্রয়ারি প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্ত হবে।

দর্শনায় ফেনসডিল ও প্রাইভেটকারসহ কথিত সাংবাদিক জাহাঙ্গীর আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর থানার সেনেরহুদা গ্রামের নামধারী সাংবাদিক জাহাঙ্গীর কে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। দর্শনা পৌর এলাকার ফুড গোডাউনের নিকট মাদক বিরোধী অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশ ফেনসডিল ও প্রাইভেটকারসহ সেনেরহুদা গ্রামের ওয়ার্ড

আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু জাফরের ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (৩৬) কে রিপ্যাকিং ৩ বোতল ফেনসডিলসহ তার গ্রেফতার করে।

তার সঙ্গে থাকা দর্শনা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নাজিম দৌড়ে পালিয়ে গেলেও তার বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে পলাতক মামলা।

জানা গেছে, গত সোমবার দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহাবব্বুর রহমান কাজলের নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই নিজাম উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দিনগত রাত ১ টার দিকে দর্শনা ফুড গোডাউনের সামনে মাদক বিরোধী অভিযান চালান।

এ সময় একটি প্রাইভেটকারের (ঢাকা মেট্রো গ -২০-১২-৪৬) গতিরোধ করে পুলিশ। শাদা রঙের প্রাইভেট কার তল্লাশি করে ৩ বোতল ফেনসডিল উদ্ধার করে তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারের পর তাকে ছাড়াতে পুলিশের নিকট নানা তদবির শুরু হলেও কোন কিছুতেই মন গলেনী পুলিশের। গেফতারকৃত জাহাঙ্গীর আলম বিভিন্ন জায়গায় দৈনিক আজকের বসুন্ধরা পত্রিকার ও রেজিস্ট্রেশনবিহীন অন লাইন পোর্টাল খুলে নিজেকে সম্পাদক বানিয়ে দাফিয়ে বেড়ায়।

নিজস্ব প্রাইভেটকারে ষ্টিকার লাগিয়ে অবৈধ কাজ করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

দর্শনা থানার ওসি মাহাবব্বুর রহমান বলেন, মদকের সাথে কোন প্রকার আপোষহীন। এ ঘটনায় দর্শনা পুলিশের এস আই সাইফুল ইসলাম বাদি হয়ে ২ জনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে মাদক আইনে মামলা।

মাশরুম চাষে স্বাবলম্বী রফিকুল

যুগোপযোগী পরিবেশ ও আবহাওয়ার কারণে মাশরুম চাষে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে বিপুল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। ঔষধি গুণসম্পন্ন এ খাবারটির চাহিদাও বাড়ছে ব্যাপক হারে। অথচ এখনও চাহিদার চেয়ে উৎপাদন কম। উৎপাদন বাড়ানো গেলে অর্থনৈতিক সাফল্য নিশ্চিত। ফলে মাশরুম চাষে স্বাবলম্বী হচ্ছেন অনেকে। তেমনই এক সফল চাষী ও উদ্দোক্তা হিসাবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ

উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের রফিকুল ইসলাম রকি। রকি।

করোনার কারনে ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে এসে হতাশার সাগরে ডুবে বন্ধুর পরামর্শ নিয়ে সল্প পুজি নিয়ে ঔষধি সবজি মাশরুম চাষে আগ্রহী হন রফিকুল। ধানের বিনিময়ে টাকা ঋণ নিয়ে মাশরুম চাষ শুরু করেন ২০২০ সালে। নাম দেন সপ্ন মাশরুম সেন্টার । মাশরুম চাষের যাত্রা শুরু করেন বসত ঘরের একটি ছোট্ট জায়গা নিয়ে । তার সেই সপ্ন বাস্তবায়ন হয়ে এখন তিনি সফল মাশরুম চাষি। জেলার বিভিন্ন স্থানের লোকজন তার মাশরুম সেন্টার পরিদর্শন করেন। মাশরুম ক্রয় করতে এবং তার কাছ থেকে মাশরুম চাষের কলাকৌশল শেখার জন্যে অসেন অনেকে।

রফিকুল জানান বর্তমানে মাশরুম চাষ করে তিনি সব খরচ বাদ দিয়ে ভালো টাকা আয় করতে পারছেন। প্রথম স্পন থেকে ২৫ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে ফলন পাওয়া যায়। ২ কেজির একটি স্পন প্যাকেট থেকে একবার ফলনে ৩০০-৫০০ গ্রাম পর্যন্ত মাশরুম পাওয়া যায়। তিনি প্রতিদিন ২-৩ কেজি পর্যন্ত মাশরুম বিক্রি করে থাকেন । প্রতিকেজি মাশরুম বিক্রি হয় ২৫০-৩০০ টাকা দরে।অবিক্রিত মাশরুম ও নষ্ট করেন না তিনি, রোদে শুকিয়ে কেজি প্রতি ১২০০ টাকা দরে বিক্রি করেন দূরবর্তী জেলা গুলোতে। তিনি এই মাশরুম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে অন্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে চান বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এবং ভবিষ্যতে মাশরুম এর বীজ গবেষণা ল্যাব স্থাপনের ইচ্ছা প্রেষণ করেন।

বর্তমানে রফিকুলের খামারে ৫০০ টির অধিক মাশরুমের স্পন প্যাকেট রয়েছে, এ থেকে তিনি প্রায় ৪০০-৫০০ কেজির মত মশরুম উত্তোলনের লক্ষমাত্রা নিয়েছেন।

চাষী রফিকুল এর পাশাপাশি মাশরুম দিয়ে আচার তৈরি করছেন। তিনি বলেন “আচার আমাদের সবার পছন্দ। একটু বৃষ্টি পড়লেই যেন খিচুড়ি খাওয়ার ধুম পড়ে যায় আর সাথে চাই আচার। আর মাশরুম দিয়ে তৈরি আচারের মাশরুমের গুণাগুণ সর্বদা অটুট থাকে। সাধারণত ছোট-বড় সব বয়সের মানুষ আচার পছন্দ করেন”মাশরুমে আছে ২৫-৩৫% প্রোটিন। আছে চর্বি শর্করা। যা রোগ প্রতিরোধ করে। পুষ্টিগুনের পাশাপাশি ঔষধী গুন হল, আমিষ, শর্করা, চর্বি, ভিটামিন, মিনারেল যা শরীরের জন্য উপকারী। মাশরুম ডায়াবেটিস রোগের মহৌষধ।
রফিকুল আরও জানান, সরকারি সহযোগিতা ও সহজ শর্তে ঋণ পেলে তিনি এই চাষের পরিধি আরও বৃদ্ধি করতে চান।

কালীগঞ্জ কৃষি অফিসের কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হুমায়ূন কবিরের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে জানান, স্থানীয় ভাবে মাশরুম চাষীদের আর্থিক সহযোগিতা না করতে পারলেও বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিয়ে কৃষি অফিস চাষীর সাহায্য করে যাচ্ছেন।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবসন ইস্যুতে যা বললেন মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের নায়ক

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর টেলিভিশনের দেওয়া প্রথম ভাষণে মিয়ানমারের সেনাপ্রধান সিনিয়র জেনারেল মিন অং লাইং বলেছেন, তার সরকার মিয়ানমারের চলমান পররাষ্ট্রনীতিতে কোনও পরিবর্তন আনবে না।

রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে যে চুক্তি আছে তাতেও কোনও প্রভাব পড়বে না। যদিও ‘রোহিঙ্গা’ শব্দটি তিনি তার ভাষণে উল্লেখ করেননি।

বলেছেন, “দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী যেভাবে গৃহহীন লোকজনকে বাংলাদেশ থেকে ফেরত নেওয়ার কথা ছিল সেটা চলতে থাকবে।”

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মিয়ানমারের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পর সিনিয়র জেনারেল মিন অং লাইং সোমবার প্রথমবারের মতো মিয়ানমারের জনগণের উদ্দেশে একটি টেলিভিশন ভাষণ দেন তিনি।

এই ভাষণের পুরো কপি ছাপা হয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম ‘দ্য গ্লোবাল নিউ লাইট অব মিয়ানমারে’।

ভাষণের বেশিরভাগ অংশজুড়েই অবশ্য নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার পক্ষে সাফাই দিয়েছেন জেনারেল অং লাইং।

রোহিঙ্গা পুনর্বাসন ইস্যুতে তিনি বলেন, মিয়ানমারের অভ্যন্তরে অস্থায়ী শিবিরে যেসব বাস্তুচ্যুত লোকজন রয়েছে তাদের পুনর্বাসনের

কার্যক্রমও অব্যাহত থাকবে।

বাংলাদেশের সাথে চুক্তি আলোচনার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে। তবে তিনি বলেছেন যদি তা দেশের স্বার্থের কোনও ক্ষতি না করে।

বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা গ্রহণযোগ্য, ১৯৮২ সালের নাগরিকত্ব অনুযায়ী তাদের ফেরার অনুমোদন দেওয়া হবে।

লাদেনের কারণেই ভ্যাকসিন আতঙ্ক পাকিস্তানে, উদ্বিগ্ন ইমরান খান সরকার

ওসামা বিন লাদেন ও করোনা ভ্যাকসিন! অনেক ভেবেও এদের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে পারা কঠিন। হয়তো অসম্ভবও মনে হতে পারে। কিন্তু আপনি যদি পাকিস্তানে যান, তাহলে আর ব্যাপারটা অতটা আজগুবি ও পারস্পরিক সম্পর্কহীন ঠেকবে না। ইতিমধ্যেই করোনাভাইরাস প্রতিরোধী টিকাকরণ শুরু করে দিয়েছে ইসলামাবাদ। চীন থেকে দেশটিতে এসেছে ৫ লাখ করোনা ভ্যাকসিনের ডোজ। কিন্তু শুরু হতে না হতেই ধাক্কা খেয়েছে এই কর্মসূচি। কারণ? ওসামা বিন লাদেন।

ঠিক কী সম্পর্ক ৯/১১-র মূলচক্রী ও করোনার টিকার? আসলে ২০১১ সালে অ্যাবোটাবাদে গভীর রাতে লাদেন-বধ করেছিল মার্কিন সেনা বাহিনী। সেই ‘অপারেশন নেপচুন স্পিয়ার’-এর আগে পাকিস্তানে পোলিও টিকাকরণের এক ভুয়া কর্মসূচি চালানো হয়েছিল। ওই কর্মসূচির মাধ্যমে আত্মগোপনকারী লাদেন সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। দশ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই ঘটনা এখনও ঢেউ তুলছে পাকিস্তানি নাগরিকদের মনে।

‘ব্লুমবার্গ কুইন্টে’র দাবি, অনেকেই ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না করোনার টিকাকরণকেও। ফলে বেঁকে বসছেন তারা। শিশুদেরও টিকা নিতে দিতে চাইছেন না। আসলে সেই সময় থেকেই স্বাস্থ্যকর্মীদের উপরে এক ধরনের অবিশ্বাস তৈরি হয়ে গিয়েছে ইসলামাবাদে, যা কাজ করছে

এক্ষেত্রেও।

তবে এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। ‘ব্লুমবার্গ কুইন্টে’র ওই রিপোর্টেই বলা হয়েছে, শিশুদের পোলিও টিকা নিতে না দেওয়ার পক্ষে যে ভীতি কাজ করে অনেক সময়, এখানে সেটাও কাজ করছে। এর মধ্যে ‘মুসলিমবিরোধী’ চক্রান্ত দেখতে পাচ্ছেন অনেকেই। অবিশ্বাসের জোড়া ফলায় তাই আক্রান্ত পাকিস্তানের টিকাকরণ কর্মসূচি।

এমনিতেও টিকা দেওয়া শুরুর আগে থেকেই বিতর্কের কেন্দ্রে সিনোফার্মের তৈরি ভ্যাকসিন। চীনের স্বাস্থ্যদফতরের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ সবুজ সংকেত দেওয়া হয়নি এই সংস্থার ভ্যাকসিনকে। চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়ার আগেই কী করে তা ব্যবহারের ছাড়পত্র দেওয়া হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সব মিলিয়ে রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে ইমরান প্রশাসন। বিশেষজ্ঞদের মতে, পোলিও টিকাকরণের মতোই কঠিন হয়ে উঠছে পাকিস্তানে করোনার টিকাকরণ।